দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 10 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

উচ্চ শিক্ষার স্তরে নতুন ভর্তির পদ্ধতি ॥ কয়েকজন শিক্ষকের অভিমত

বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ক্রমবর্ধিষ্ণু ছাত্রসংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজগুলোকে বেসামাল করে দিয়েছে। বেসরকারী খাতে যে কয়েকটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলো এখন ধনীদের আভিজাত্যের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে শোষণ করছে অভিভাবকদের। ফলে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার মানসে দ্বারস্থ হয় স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা

নূরুল আকবর সবুজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় বিভিন্ন ইউনিটে একটি আসনের জন্য ১৫ থেকে ২৬ জন শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

'৯৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার সন্ধানে এখনই দিশেহারা। প্রস্তুতি নিচ্ছে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের। এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি সুপারিশ করেছে। লেখাটি যখন লিখছি তার আগের দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইটি, কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে কলেজে ভর্তি পদ্ধতির অনুরূপ নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুপারিশ করেছে।

মাত্র চৌদ্দ দিনের ব্যবধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শিক্ষাঙ্গনে আলোচনার ঝড় তুলেছে।

পত্রিকা অফিসে প্রতিদিন আসছে অসংখ্য চিঠি, মতামত সংবলিত লেখা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ রকম দ্রুত সিদ্ধান্ত ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্তকর অবস্থায় ফেলেছে। অভিভাবকরাও চিন্তিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কয়েকজন অভিজ্ঞতা শিক্ষককে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি বলেন, এ প্রসঙ্গে এখনই মন্তব্য করা ঠিক হবে না। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে।

বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ হুমায়ুন আজাদ বলেন, ভর্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি অভিভাবকদের শোষণ করছে। মনসিকভাবে বিপর্যস্ত করছে ছাত্রছাত্রীদের। তাই প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তন করে নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আ আ ম স আরেফীন সিদ্দিক বলেন, ভর্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন সমর্থনযোগ্য নয়। বরং এ ব্যবস্থার গুণগতমান উন্নয়ন করা যেতে পারে। বর্তমান পদ্ধতিতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের নির্দিষ্ট অংশ এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রণীত হয়। ফলে এতে প্রকৃত মেধাবীদের খুঁজে বের করা যায়।

ইংরেজী বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ব্যক্তিগত মতামত না দিলেও তিনি বলেন, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর নির্ভর করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর চাপ থেকে কর্তৃপক্ষ মুক্তি পাবে।

বাংলা বিভাগের প্রফেসর আনিসুজ্জামান প্রচলিত পদ্ধতিকে সমর্থন করে বলেন, প্রচলিত পদ্ধতিতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ নেই।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মতিন নকল করে বা অন্য কোন অবৈধ পথে পাস করে আসা ছাত্রছাত্রীদের মাঝ থেকে সত্যিকার মেধাবীদেরকে পৃথক করার জন্য ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেন। তবে এ ক্ষেত্রে একই ভর্তি কমিটির অধীনে একই প্রশ্নে সকল বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজগুলোতে পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ কালিপদ সেন বিষয় পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি পুরোপুরি পরিহার না করে একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিক্যালের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে।

পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে নম্বরের ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার স্তরে ভর্তির অন্যতম কারণ, শিক্ষার নামে কোচিংয়ের প্রবণতা প্রতিরোধ করা। এ কথা স্বীকার করতেই হবে— এ ব্যবস্থা কোচিং প্রতিরোধে ১০০ ভাগ সহায়তা করবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, বৈষম্য আর অব্যবস্থাপনা এই পদ্ধতিকে সফল করবে না শিক্ষাবিদগণ সে ব্যাপারে সন্দিহান। তাঁদের মতে ভর্তি পদ্ধতি বাতিল করে নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পদ্ধতি শিক্ষার মানোন্নয়নে কতটা সহায়তা করবে বলা কঠিন।

দেশের পরীক্ষা কেন্দ্রে রয়েছে পরিবেশের বিভিন্নতা, অসমতা। নম্বর প্রাপ্তিতেও দেখা যায় শহর ও মফস্বল শহরের শিক্ষার্থীদের বিরাট ব্যবধান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলে ভাল ছাত্ররা অধিক সুযোগ-সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে পাড়ি জমাবে মফস্বল শহরে। সেখানে নকলের সুযোগ নিতে চাইবে। নম্বর বাড়ানোর এই প্রতিযোগিতায় নকল তো চলবেই, বোর্ডগুলোতেও বৃদ্ধি পাবে দুর্নীতি। এই সুযোগে কম মেধাবীরাও ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ নিতে চাইবে অবৈধ পথ অবলম্বন করে। উল্লিখিত শিক্ষকদের অনেকেই এ রকম মত দিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষ তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষাবিদদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিত শিক্ষকবৃন্দ।